রূপো বাঙাল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥রূপো বাঙাল॥

আমি সকালে উঠেই চণ্ডীমণ্ডপে যেতাম হীরু মাস্টারের কাছে পড়তে।

আজ ঘুম ভাঙতে দেরি হওয়ায় মনে হলো কাল অনেক রাত্রে বাবা বাড়ী এলেন মরেলডাঙা কাছারী থেকে। আমরা সব ভাইবোন বিছানা থেকে উঠে দেখতে গেলাম বাবা আমাদের জন্যে কি কি আনলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে পা দিতেই রূপো কাকা আমাদের বকে উঠলো—এ্যাঃ রাজপুত্তুর সব উঠলেন এখন! মারে গালে এক এক চড় যে চাবালিটা এমনি যায়! বলি, করে খাবা কি ভাবে? বামুনের ছেলে কি লাঙল চষতি যাবা?

বাবা বাড়ী থাকতেও রূপো কাকা আমাদের চোখ রাঙাবে।

দাদা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে—রাতে ঘুম হয় নি রূপো কাকা।

—কেন রে?

—ছারপোকার কামড়ে। বাব্বাঃ যা ছারপোকা খাটে!

BANGLADARSHAN.COM

—যা যা, তাড়াতাড়ি পড়তে যা।

রূপো কাকা আমাদের আত্মীয় নয়, বাবার বন্ধু নয়, বাড়ীর গোমস্তা কি নায়েব নয়, এমন কি রূপো কাকা হিন্দু পর্য্যন্ত নয়। রূপো কাকা আমাদের কৃষাণ মাত্র। মাসে সাড়ে তিন টাকা মাইনে পায়।

রূপো কাকার আসল নাম রূপো বাঙাল, ও জাতে মুসলমান। আমাদের গাঁয়ের চৌকিদারও ও। পিসিমার মুখে শুনেছি রূপো কাকা নাজি সাজিমাটির নৌকাতে চড়ে ওড় কুড়ি বাইশ বছর বয়সের সময় দক্ষিণ দেশ থেকে আমাদের গ্রামের ঘাটে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে নেমেছিল। কেন এসেছিল দেশ থেকে তা শুনি নি। সেই থেকে আমাদের গ্রামেই রয়ে গিয়েছে—বিদেশ থেকে এসেছিল বলে উপাধি 'বাঙাল'—এ উপাধিরই বা কারণ কি তা বলতে পারব না।

রূপো কাকা আমাদের বাড়ীর কৃষাণগিরি করচে আজ বহুদিন। আমাদের ও জন্মাতে দেখেচে। কিন্তু সেটা আশ্চর্য্য কথা নয়, আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে এই যে, ও আমার বাবাকে নাকি কোলে করে মানুষ করেচে। অথচ রূপো কাকাকে দেখলে তেমন বুড়ো বলে মনে হয় না।

আমারই ঠাকুরদাদা হরিরাম চক্রবর্ত্তী গাড়ু হাতে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সায়েবের ঘাটে কই মাছ কেনবার জন্যে। রূপো কাকা সাজিমাটির নৌকোতে বসে ছিল। ওর অবস্থা দেখে হরিরাম চক্রবর্ত্তী ওকে আশ্রয় দেন। সে সব অনেক দিনের কথা। রূপো কাকার বয়স এখন কত তা জানি না, মোটের উপর বুড়ো।

ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, বাবার তখন পঁচিশ বছর বয়েস। বাবাকে তিনি নায়েব পদে বহাল করে গেলেন জমিদার বাবুকে বলে-কয়ে। সেই থেকে বাবা আছেন মরেলডাঙা কাছারীতে। আর বাড়ীতে বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা, প্রজা, খাতকপত্র এ-সব দেখাশুনো করার ভার ঐ সাড়ে তিন টাকা মাইনের কৃষাণ রূপো কাকার ওপর।

আমাদের অবস্থা ভাল গ্রামের মধ্যে—এ কথা সবার মুখেতে শুনে এসেচি জ্ঞান হয়ে অবধি। বড় বড় চার-পাঁচটা ধানের গোলা। এই একটিতে অনেক ধান ধরে। কলাই মুগ। অজস্র প্রজাপত্র সর্বদা আসচে খাজনা দিতে।

এসব দেখাশুনা করে কে?

রূপো কাকা সব দেখাশুনা করতো। আশ্চর্য্যের কথা, বাবা বিশ্বাস করে এই সামান্য মাইনের মূর্খ কৃষাণকে বলতো—বলি ও বাবু, তুমি যে এসো বাড়ীতি না মাস ছ মাস অন্তর, এতডা বিষয় দেখে কে বল তো! আদায়-পত্তর ত এ বছর কিছু হলো নি। হাতীর পাঁচ পা দেখেচো নাকি? তে বড় সংসারটা চলবে কিসি?

বাবা দু মাস অন্তর দু-তিন দিনের জন্যে বাড়ী আসেন।

বাবার অনুপস্থিতিতে গোলার চাবি খুলে রূপো কাকা ধান পাড়তো, কলাই মুগ পাড়তো। খাতকদের কর্জ্জ দিতো। নিজের দরকার হলে নিজেও নিতো।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা সব মেয়েমানুষ, কিছুই বুঝি নে। ঠাকুরমা প্রবীণা বটে, কিন্তু ভালোমানুষ। বিষয়-আশয়ের কিছুই বুঝতেন না। আমাদের আছে সব, কিন্তু দেখে নেবার লোক নেই।

সে অবস্থায় সব কিছুর ভার ছিল রূপো কাকার ওপর।

বাবা বাড়ী এসে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসতেন মহাজনী খাতা খুলে।

বলতেন—কে কি নিয়েচে রূপো?

রূপো কাকা বলতো—লিখে রাখো, সনাতন ঘোষ ছ কাঠা কলাই, দু কাঠা বীজ মুগ, কড়ি ছ কাঠা—

—আচ্ছা।

—হয়েচে? আচ্ছা লেখো—বীরু মণ্ডল দু বিশ ধান, কড়ি পাঁচ সলি—

—আচ্ছা।

—হয়েচে?

—রূপো বাঙাল একবিশ ধান, দু কাঠা কলাই—

—আচ্ছা।

—হয়েচে?

—হয়েচে।

—লেখো, কাটু কলু চার কাঠা কলাই, কড়ি চার কাঠা। ময়জদ্দি সেখ, ধান গার কাঠা, কড়ি সাত কাঠা।

এইভাবে রূপো কাকা অনর্গল বলে চলেচে গত দু মাসের মধ্যে কর্জ্জ দিয়েচে যাকে যতটা জিনিস। ওর সব মুখস্থ, কোনো কিছু ভোলে না। ওরই হাতে গোলার চাবির খোলো। যাকে যা দরকার দিয়ে সব মনে করে রেখে দিয়েচে, বাবার খাতায় লেখাবার জন্যে।

একদিন একটা ঘটনা ঘটলো।

রূপো কাকার জ্বর হয়েছিল, আমাদের বাড়ীতে আসে নি দু-তিন দিন।

এমন সময় বাবা বাড়ী এলেন মরেলডাঙা থেকে। এসেই বিকেলে রূপোকে ডেকে পাঠালেন। রূপো জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললে—বলো গে যাও, আমি জ্বরে উঠতি পারচি নে। এখন যেতি পারবো না—জ্বরে মরচি। তা সীতানাথ আর আসতে পারলে না পায়ে পায়ে? তার একটু এলে কি মান যেতো?

BANGLADARSHAN.COM

বাবা বাবু মানুষ। নতুন বাবু, রূপো-বাঁধানো-ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ান, কোঁচা হাতে নিয়ে। ঘড়ির চেন ঝোলে বুকে, হাতে থাকে ঝকমকে আংটি। প্রজাপত্তরের কাছে খুব খাতির। বাবাকে যখন লোকে ফিরে এসে একথা বললে, তখন বাবা একেবারে তেলেবেগুনে উঠলেন জ্বলে। কিন্তু তখন কিছু না বলে গুম্ হয়ে রইলেন।

এর দিন পাঁচ ছয় পরে রূপো কাকা সেরে উঠে আমাদের বাড়ী এল। বাবা তখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে হিসেবে খাতাপত্র দেখছিলেন। ওকে দেখেই কড়া সুরে বলে উঠলেন—রূপো।

—কি?

—তুমি মনে মনে কি ভেবেচ জিজ্ঞেস করি? তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা, তুমি বলো আমি পায়ে পায়ে তোমার বাড়ী যাবো? তুমি জানো, কার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ? তোমার মুণ্ডুটা যদি কেটে ফেলি তা হলে খোঁজ হয় না, তুমি জানো? এত বড়লোক তুমি হোলে কবে?

রূপো কাকাও সমানে গলা চড়িয়ে উত্তর দিলে—তা তুমি মাথা কাটবে না? এখন কাটবে না? এখন কাটবে বৈকি! হ্যাঁরে সীতেনাথ, তোকে যে কোলে করে মানুষ করেছিলাম একদিন, মনে পড়ে? এখন তুমি বড় হয়েচ, বাবু হয়েচ, সীতেবাবু—এখন তুমি আমার মুণ্ডু কাটবা না? বড্ড গুণবন্ত হয়েচিস তুই, হ্যাঁ সীতেনাথ—

‘তুমি’ ছেড়ে রূপো কাকা, সামান্য তিন টাকা মাইনের কর্ম্মচারী হয়ে মনিবকে ‘তুই’ বলেই সম্বোধন আরম্ভ করলে সকলের সামনে।

বাবা বললেন–যা যা, বকিস নে–

–না বকবো না–তুই বড্ড তালেবর হয়েচিস, বড্ড বাবু হয়েচিস–তুই আমার মুণ্ডু নিবি না তো কে নেবে?

বলেই রূপো কাকা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।

আমার ঠাকুরমা ছিলেন বাড়ীর মধ্যে। রূপোর কান্না শুনে তিনি বাইরে ছুটে এসে বাবাকে যথেষ্ট বকলেন।

বাবা বকলেন–তা বলে আমায় ওরকম বলে কেন?

ঠাকুরমা বললেন–তুই কাকে কি বলিস সীতে, তোর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? তুই কি ক্ষেপলি?

বাবা কলম ছেড়ে বাড়ীর মধ্যে উঠে এলেন, তারপর রূপো কাকার হাত ধরে বললেন–রূপোদা, তুই কিছু মনে করিস নে। আমার বলা ভুল হয়ে গিয়েচে, বড্ড ভুল হয়েচে।

রূপো কাকার রাগ কমে না, বললে–না, আমার দরকার নেই কাজে। ঢের হয়েচে। নে, তোর গোলার চাবিছড়া রেখে দে–মুই আর ওসব ঝামেলা পোয়াতে পারবো না। নে তোর চাবিছড়া।

BANGLADARSHAN.COM

কতবার বোঝানো হলো, রূপো কাকা কিছুতেই শুনবে না। চাবির খোলো সে খুলে বাবার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

শেষে বাবা বললেন–বেশ, তা হলে আমিই বাড়ী ছেড়ে যাই। রইল গোলাপালা, প্রজাপত্তর। আমি কাল সকালের গাড়ীতেই বেরুচ্চি–

রূপো কাকা ঝাঁঝের সঙ্গেই–তুই চলে যাবি তা তোর কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করবে কেডা?

–কেন, তুমি?

–মোর দায় পড়েচে। তোরে কোলেপিঠে করে মানুষ করলাম কি তোর ছেলেপিলেও কোলেপিঠে মানুষ করবো? আমি কি আর জোয়ান আছি? এখন বুড়ো হইচি না? ওসব ঝামেলা আমার দ্বারা আর হবে না–

–না, আমি আর থাকবো না। কালই যাবো চলে।

–মরেলডাঙা চলে যাবো। ঠিক বলচি যাবো। আমার বড্ড কষ্ট হয়েচে রূপোদা, তুমি আমায় এমন করে বললে শেষকালে! আমি গৃহত্যাগী হবো, হবো, হবো–বলেই বাবা ফেললেন কেঁদে।

রূপো কাকা অমনি উঠে এসে বাবার হাত ধরে বললে—কাঁদিস নে সীতানাথ, কাঁদিস নে, ছিঃ—মুই আর তোরে কি বললাম? তুই-ই তো কত কথা শুনিয়ে দিলি—কাঁদিস নে—

শেষ দুজনেরই কান্না।

আমরা ছেলেমানুষ, অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম দুই বড় লোকের কান্না। দাদা আমায় কনুইয়ের গুঁতো মেরে মুখে হাত চেপে হি হি করে হেসে উঠলো। আমরা অবিশ্যি দূরে গোলার নিমতলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্যি মিটমাট হয়ে গেল। বাবাও দেশত্যাগী হলেন না, রূপো কাকাও চাকরি ছাড়লেন না।

রূপো কাকা রাত্রে চৌকিদারি করতো। অনেক রাত্রে আমাদের বাড়ী এসে ঠাকুরমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলতো—ওঠো বৌমা, জাগন থাকো। রাত খারাপ। চণ্ডীমণ্ডপে সন্নিসি ঘোষ ও হীরু মাস্টার শুয়ে থাকতো, তাদের জাগিয়ে দিয়ে বলতো—একেবারে অত নাক ডেকে ঘুমোও কেন? ওঠো, মাঝে মাঝে তামুক খাও আর গোলাগুলোর চারিধারে বেড়িয়ে এসো না—

একটা অদ্ভুত দৃশ্য কতদিন হীরু মাস্টার দেখেচে।

আমাদের গল্প করেচে সকালবেলা।

BANGLADARSHAN.COM

সব গ্রামে ঘুরে এসে অনেক রাত্রে চৌকিদারি পোশাক পরে লাঠি হাতে রূপো কাকা অন্ধকারে চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠার ওপর বসে থাকতো।

এক একদিন হীরু মাস্টার বাইরে এসে ওকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করতো—কে বসে?

—মুই রূপো।

—বসে কেন? এত রাতে?

—তোমরা তো দিব্যি ঘুমোচ্চ, তোমাদের আর কি? গোলার ধান যাবে সীতেনাথের যাবে। চোরের যা উপদ্রব হয়েছে তার খবর কি জানবা? মোর ওপর ঝক্কি কত! মোর তো তোমাদের মত ঘুমুলি চলবে না। সীতেনাথের এ ঝামেলা আর কদ্দিন পোয়াবো? এবার এলি চাবিছড়া তার হাতে দিয়ে মুই খোলসা হবো। এ আর পারি না বুড়ো বয়সে রাত জাগতি—

হীরু মাস্টার বলে—ঘুমোও গে যাও—

—কিন্তু মুই যে তোমাদের মত নিশ্চিন্দি হতে পারি নে তার কি হবে! ধানগুলোর ঝক্কি যে মোর ঘাড়ে ফেলে সে বাবু দিব্যি চাঙা হয়ে বসে আছেন। এবার আসুক, কিছুতেই আর এ বোঝা ঘাড়ে রাখচি নে মুই।

কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে তার ছাড়তে হয় নি। বৃদ্ধ বয়সে তিনদিনের জ্বরে রূপো কাকা আমাদের গোলার দায়িত্ব নামিয়ে চলে গেল। এও সাত-আট বছর পরের কথা। আমরা তখন স্কুলে পড়ি। সবসুদ্ধ ত্রিশ-বত্রিশ বছর ও ছিল আমাদের বাড়ী।

বাবার সঙ্গে আমরাও দেখতে গেলাম রূপো কাকাকে।

রূপো কাকার ছোট চালাঘর। একদিকে ডোবা, একদিকে বাঁশঝাড়। ছেঁড়া মলিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শীর্ণ, সাদা দাড়ি রূপো কাকা পুরনো মাদুরে শুয়ে। রূপো কাকার ছেলের নাম বেজা, লোকে বলে বেজা বাঙাল। বেজা আমাদের দেখে বললে—আসুন বাবুরা, দেখুন দিকি বাবারে? জ্ঞান নেই, ভুল বকচে—

বাবা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন—ও রূপোদা? কেমন আছে, ও রূপোদা—

রূপো কাকা চোখ মেলে বললে—কেডা? সীতেনাথ। কবে এলে?

—এই পরশু এসেচি।

—বেশ করেচ। এই শোনো, খাতায় মুড়োয় লিখে রাখো, মুই চিঁড়ে খাবার বেনামুরি ধান নিইচি চার কাঠা, আহাদ মণ্ডল কলাই দু কাঠা, বিষ্টু ধেরিসি ছ কাঠা ধান, বাড়ী চার কাঠা—মোর ধান পোষ মাসের ইদিকে দিতি পারবো না বলে দিচ্চি—ভুলে যাবো। লিখে রাখো—

BANGLADARSHAN.COM

এই রূপো কাকার দায়িত্বের শেষ। আর কোন কথা বলে নি রূপো কাকা। সেদিন সন্ধ্যেবেলা রূপো কাকা আমাদের গোলাপালার দায়িত্ব চিরদিনের মত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বিশ্বস্ত লোকেদের জন্যে কি কোন স্বর্গ আছে?

যদি থাকে, আমাদের বাল্যের রূপো কাকার আসন অক্ষয় হয়ে আছে সেখানে।

আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা এসব। এই সব চোরাবাজারের দিনে, জুয়োচুরির দিনে, মিথ্যে কথার দিনে বড্ড বেশি করে রূপো কাকার কথা মনে পড়ে।

॥সমাপ্ত॥